ইউনিট ২

পরিবার

ভূমিকা

পরিবার হল আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের এ প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি হল বৈবাহিক বন্ধন ও রক্তের সম্পর্ক। পরিবার গঠনপূর্বক নারী-পুরুষ সন্তান-সন্ততি জন্মদান করে। স্নেহ, মায়া-মমতার বেড়াজাল পরিবারেই সৃষ্টি হয়। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : পরিবারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য।
পাঠ-২ : পরিবারের প্রকারভেদ।
পাঠ-৩ : পরিবারের কার্যাবলি ও গুরুত্ব।

পাঠ-১ : পরিবারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পরিবার কী সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।
- পরিবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

পরিবারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

পরিবার বলতে মানুষের সেই সংগঠনকে বোঝায় যেখানে বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক বা একাধিক পুরুষ ও মহিলা তাদের সন্তানাদি, পিতা-মাতা ও অন্যান্য পরিজনদের নিয়ে একত্রে বসবাস করে । ম্যাকাইভার বলেন, "দৈহিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের উদ্দেশ্যে যে সংগঠন গড়ে ওঠে তাই পরিবার ।" রডম্যান বলেন, "পরিবার সমাজের সেই ক্ষুদ্র একক যা বিবাহ প্রথার মাধ্যমে নারী পুরুষকে একত্রিত করে ও সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ নির্দেশ প্রদান করে ।" এই প্রসঙ্গে নিমকফ বলেন, "পরিবার হল স্বামী-স্ত্রীর একটি স্থায়ী সংগঠন যেখানে সন্তান-সন্ততি থাকতেও পারে, নাও পারে ।"

সুতরাং পরিবার হল স্নেহ, মায়া, মমতার বন্ধনে আবদ্ধ একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান ।

পরিবারের বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক ম্যাকাইভারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা পরিবারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই :

- **পরিবার একটি ক্ষুদ্র বর্গ :** বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষ পরিবারের সৃষ্টি করে ।
- **জৈবিক সম্পর্ক :** নারী-পুরুষ সম্পর্ক বৈবাহিক বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত ।
- **রক্ত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক :** রক্তের বন্ধন দ্বারা পরিবারের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় ।
- **নৈতিক মূল্যবোধ :** স্নেহ, মায়া, মমতা শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের সঙ্গ প্রিয়তার অভিব্যক্তিই হল পরিবার ।
- **বয়োজ্যেষ্ঠের প্রাধান্য :** পরিবারে উপার্জনক্ষম বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির প্রাধান্য থাকে ।
- **নামকরণ :** পরিবার একটি পদবি দ্বারা পরিচিত । যেমন- কাজী, পাল, ঘোষ ।
- **সামাজিক একক :** পরিবার বিস্তার লাভ করে সামাজিক সংগঠনের জন্ম দিয়েছে ।
- **চিরন্তন :** আবহমান কাল থেকে পরিবার চলে আসছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে ।
- **মানব সভ্যতার আলোকবর্তিকা :** পরিবারে সদস্যদের আচার-আচরণ, শৃঙ্খলাবোধ, রুচিবোধ, সুস্থ চিন্তার মানসিকতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে মানবসভ্যতার ভিত্তিকে মজবুত করে ।
- **মায়া-মমতা ও অনুরাগের আশ্রয়স্থল :** মানবিক উপাদানসমূহ যেমন- ভালোবাসা, অনুরাগ ইত্যাদি মানুষ এ উপাদানের ছোঁয়া পরিবার থেকে পেতে পারে ।

সারসংক্ষেপ

পরিবার ক্ষুদ্রতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা বিবাহ প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান সন্ততিরাই মূলত পরিবারের সদস্য। রক্তের সম্পর্ক পরিবারের ভিত্তি। রক্তের বন্ধনের কারণেই পরিবারের সদস্যরা একে অপরের প্রয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। উর্পাজনকারী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পরিবারের কর্তা। তার নির্দেশ পরিবারের সকল সদস্য মান্য করে চলে। পরিবার তার প্রতিটি সদস্যকে পারিবারিক আদর্শ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি শিক্ষা দেয়। পরিবার শাশ্বত ও চিরন্তন প্রতিষ্ঠান। আদি যুগ থেকে পরিবার টিকে আছে ও থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। পরিবার ক্ষুদ্রতম –– একক।

২। –– প্রথার উপর ভিত্তি করে পরিবার গড়ে উঠেছে।

৩। পরিবারের মূল্য ভিত্তি ––– সম্পর্ক।

৪। পরিবার তার সদস্যদের ––– ও –– শিক্ষা দিয়ে থাকে।

৫। পরিবার তার সদস্যদের চিহ্নিত করে ভিন্ন ভিন্ন –– দিয়ে।

(খ) সংক্ষেপে উত্তর দিন

১। পরিবার কি?

২। পরিবার তার সদস্যদের কি কি বিষয় শিক্ষা দেয়?

৩। পরিবারের সদস্য কারা?

৪। পরিবার মানব সভ্যতার সূতিকাগার– কথাটির অর্থ কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিবার কী ? পরিবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

(ক) ১। সামাজিক, ২। বিবাহ, ৩। রক্ত, ৪। সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ৫। নাম।

পাঠ-২ : পরিবারের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পরিবারের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন ।
- পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার কী তা বলতে পারবেন ।
- একপত্নীক, বহুপত্নীক ও বহুপতি পরিবারের ব্যাপারে বিবরণ দিতে পারবেন ।
- একক পরিবার ও যৌথ পরিবার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

পরিবারের প্রকারভেদ

তিনটি মূলসূত্রের ওপর ভিত্তি করে পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করা হয় । যথা : ১. বংশ পরিচয় । ২. বৈবাহিক প্রথা । ৩. পারিবারিক কাঠামো প্রথা ।

নিম্নে ছকের সাহায্যে পরিবারের শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল :

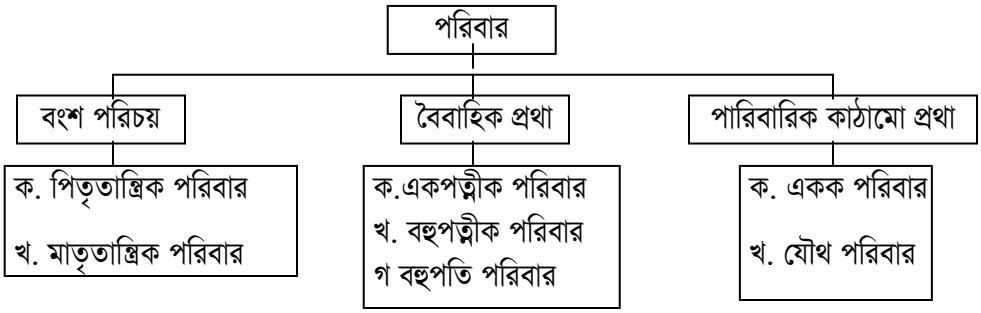

১) **বংশ পরিচয় :** প্রাচীন যুগে বংশ পরিচয়ের ভিত্তিতে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় । যথা–

(ক) **পিতৃতান্ত্রিক পরিবার :** যে পরিবারে পিতা প্রধান থাকে তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে । তাই হেনরী মেইনের মতে, "পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই আদিম পরিবার ।"

(খ) **মাতৃতান্ত্রিক পরিবার :** যে পরিবারে মাতা প্রধান থাকেন বা মাতার দিক থেকে বংশ পরিচয় দেওয়া হয় তখন তাকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে ।

২) **বৈবাহিক প্রথা :** বিবাহ প্রথার ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় । যথা :

(ক) **একপত্নীক পরিবার** : যদি একজন পুরুষ একজন স্ত্রী গ্রহণ করে পরিবার গঠন করে, তবে তাকে একপত্নীক পরিবার বলে ।

(খ) **বহুপত্নীক পরিবার** : যখন একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী বিবাহ করে পরিবার গঠন করে, তখন তাকে বহুপত্নীক পরিবার বলে ।

(গ) **বহুপতি পরিবার** : যখন একজন স্ত্রী একের অধিক স্বামী গ্রহণ করে পরিবার গঠন করে তখন তাকে বহুপতি পরিবার বলে ।

৩) **পারিবারিক কাঠামো প্রথা :** পারিবারিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় । যথা:–

(ক) **একক পরিবার :** যখন একজন স্বামী ও একজন স্ত্রী তাদের ওপর নির্ভরশীল- সন্তান-সন্ততি নিয়ে পরিবার গঠন করে তখন তাকে একক পরিবার বলে একক পরিবার ছোট পরিবার ।

(খ) **যৌথ পরিবার :** যে পরিবারে দাদা-দাদি, বাবা-মা, চাচা-চাচি, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্যরা একসঙ্গে বসবাস করে, তাকে যৌথ পরিবার বলে ।

সারসংক্ষেপ

তিনটি সূত্রকে কেন্দ্রকরে পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করা হয় । বংশ পরিচয়, বিবাহ প্রথা, পারিবারিক কাঠামোকে ভিত্তি করে পরিবারকে ভাগ করা হয়েছে । পরিবারের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে এই প্রশ্নকে সামনে রেখে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার গঠিত হয়েছে । সদস্য সংখ্যাকে কেন্দ্র করে পরিবারকে একক ও যৌথ পরিবার এই দুভাগে ভাগ করা হয়েছে । যে ধরনের পরিবারই হোকনা কেন, পরিবার আদিম ও শাশ্বত প্রতিষ্ঠান । পরিবারের কাজের ধরন প্রতিটি ক্ষেত্রে একই ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১ । কয়টি সূত্রকে কেন্দ্র করে পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়?

(ক) চারটি (খ) পাঁচটি (গ) তিনটি (ঘ) ছয়টি

২ । পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের নিয়ন্ত্রণ থাকে কার হাতে?

(ক) বয়োজ্যৈষ্ঠ ব্যক্তির (খ) বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার (গ) পিতার (ঘ) মাতার

৩ । একক ও যৌথ পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে?

(ক) বিবাহ প্রথা (খ) স্বামী বা স্ত্রীর সংখ্যা (গ) আকৃতি ও কাঠামো (ঘ) ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে

(খ) সংক্ষেপে উত্তর দিন ।

১ । পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার কি?

২ । একপত্নীক পরিবার, বহুপত্নীক পরিবার ও বহুপতিপরিবার বলতে কি বোঝায়?

৩ । একক ও যৌথ পরিবার কিভাবে গঠিত হয়?

(ক) উত্তর মালা

১ । (গ), ২ । (গ), ৩ । (গ)

পাঠ-৩ : পরিবারের কার্যাবলি ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পরিবারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- পরিবারের কাজ কী তা বর্ণনা করতে পারবেন ।
- পরিবারের বিলুপ্তির সম্ভাবনা কতটুকু তা বলতে পারবেন ।

পরিবারের কার্যাবলি ও গুরুত্ব

পরিবারের কার্যাবলি : মানুষের বহুমুখী মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়ে সুখী ও নিরাপদ জীবন ব্যবস্থা গঠনের জন্য পরিবারকে বহুবিধ কাজ করতে হয় । পরিবারের কাজগুলো নিম্নরূপ :

১ । **জৈবিক কার্যাবলি :** নারী-পুরুষ সম্পর্কের শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে মানব সমাজে পরিবার প্রথার উদ্ভব ঘটেছে । সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালন করাই জৈবিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত ।

২ । **শিক্ষামূলক কার্যাবলি :** সন্তান-সন্ততি প্রথমে যে পরিবার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে তার ওপরই তার জীবন সৌধ গড়ে ওঠে । কেননা একটা শিশুকে যেভাবে নাচানো হয় তেমনি নাচে । এই প্রসঙ্গে মেকেনজি বলেন, "পরিবার নাগরিকের বৃহত্তর জীবনের আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র ।" তাই বলা যায়, পরিবারই হল সভ্যতার দোলনা ও সামাজিক গুণাবলির কেন্দ্র ।

৩ । **অর্থনৈতিক কার্যাবলি :** অতীত সমাজব্যস্থায় পরিবারই ছিল অর্থনৈতিক আয়ের প্রধান উৎস । কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির ফলে সীমিত আয় দ্বারা আর্থিক ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় না । তাই বর্তমানে পরিবারকে স্বচ্ছলভাবে পরিচালনার জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা রীতিসিদ্ধভাবে যে যে ভাবে পারে সে ভাবেই অর্থ উপার্জন করে থাকে ।

৪ । **রাজনৈতিক কার্যাবলি :** শিশুরা পারিবারিক ঐতিহ্য ও অভ্যাস হতে নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষালাভ করে । নাগরিক জীবনে রাষ্ট্র ও আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটে ।

৫ । **অবকাশমূলক কার্যাবলি :** সারাদিন সাংসারিক প্রয়োজনের তাগিদে কাজ করে মানুষ ঘরে ফিরে পরিবারের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে ।

৬ । **মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি :** পরিবারই জীবন যন্ত্রণা উপশমের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল । এখানে পরিবারের সকল সদস্য স্নেহ, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়ায় । সভ্যতার বিকাশে পরিবারের কার্যাবলি কমে গেলেও গুরুত্ব কমেনি । মানব ইতিহাসে সভ্যতা যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত পরিবার আপন মহিমায় ভাস্কর হয়ে থাকবে ।

পরিবারের গুরুত্ব

পরিবার একটি চিরন্তন ও আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে পরিবারের কর্মক্ষেত্রের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । ফলে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারে পরিণত হচ্ছে । তাই বলে পরিবার ভেঙ্গে পড়ছে না ।

স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা, সহানুভূতির বেড়াজাল প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলো পরিবারকে টিকিয়ে রেখেছে । বাস্তবে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের তাগিদে (অন্ন, বস্ত্র, খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা) পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে ।

এসব মৌলিক প্রয়োজন যেমন কোনো দিনই শেষ হবে না, তেমনি পরিবারের কোনো দিন বিলুপ্তি হবে না ।

সারসংক্ষেপ

পরিবার তার সদস্যদের সুখী ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলার লক্ষে বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করে থাকে । বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে পরিবারের কাজ কমে গেলেও ব্যক্তির জীবন গঠনে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম । স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি, উদারতা, সহনশীলতা– এসব মানবিক ও সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিবারই তার সদস্যদের শিক্ষা দিয়ে থাকে । বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় শংকিত হয়ে আশঙ্কা করছেন যে, পরিবার হয়ত বিলুপ্তির পথে । কিন্তু মানুষের রুচিবোধ, শৃঙ্খলাবোধ ও আবেগ যতদিন থাকবে ততদিন পরিবার থাকবে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১ । পরিবার ––– ধরনের কাজ করে থাকে ।

২ । মানুষ পরিবারে ––– করে, লালিত হয় এবং ––– করে ।

৩ । পরিবারকে সন্তান ––– ও ––– প্রতিষ্ঠান বলা হয় ।

৪ । পরিবার তার সদস্যদের ––– ও ––– স্থল ।

৫ । –– ও ––– রাজনীতির প্রথম পাঠ শিশু শিক্ষা লাভ করে পরিবারেই ।

(খ) সংক্ষেপে উত্তর দিন

১ । পরিবারের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজগুলো কি কি?

২ । পরিবারের অবকাশযাপন ও চিত্তবিনোদনমূলক কাজ এবং আস্তাত্বিক কাজগুলো আলোচনা করুন ।

৩ । পরিবারের গুরুত্ব বর্ণনা করুন ।

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১ । পরিবারের কার্যাবলিসমূহ আলোচনা করুন ।

(ক) উত্তরমালা

১ । ছয় ২ । জন্মগ্রহণ, মৃত্যুবরণ, ৩ । উৎপাদক, লালনকারী, ৪ । খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, ৫ । নির্দেশ, আনুগত্য ।